গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০১.২৩.৭৪

তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪৩০
০৯ মে ২০২৩

পরিপত্র

বিষয়: অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহ এবং অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ ২০২৩ বিষয়ক নির্দেশনা।

অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে ইতোমধ্যে ৪.০০ লক্ষ মে.টন ধান ও ১২.৫০ লক্ষ মে.টন সিদ্ধ চাল এবং ১.০০ লক্ষ মে.টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার উপজেলাওয়ারি বিভাজন মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে ধান ও চাল এবং গম সংগ্রহ সফল করার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

১। ধান ও গম সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবিলম্বে জেলা ও উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা সম্পন্ন করতে হবে। কৃষকের অ্যাপ বহির্ভূত উপজেলাসমূহে লটারি করে ধান সংগ্রহ দ্রুত শুরু ও শেষ করতে হবে। কৃষকের অ্যাপভুক্ত উপজেলাসমূহে রেজিস্ট্রেশন দ্রুত সম্পন্ন করে সিস্টেমে লটারি করে কৃষক নির্বাচনপূর্বক দ্রুত ধান সংগ্রহ করতে হবে;

২। ধান ও গম সংগ্রহের বার্তাটি মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় কেবল টিভি স্ক্রলে প্রদর্শনের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩। চলমান চাল সংগ্রহ মৌসুমে মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা অপেক্ষা বরাদ্দ কম হওয়ায় ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে ৬০%, জুলাই ২০২৩ এর মধ্যে ৮০% এবং আগষ্ট ২০২৩ এর মধ্যে ১০০% চাল সংগ্রহ সম্পন্ন করার জন্য (তারিখ, পরিমাণ, সময়ভিত্তিক (period) সিডিউল প্রস্তুতপূর্বক) জেলা, উপজেলা ও গুদামভিত্তিক রোডম্যাপ তৈরি করে সে অনুযায়ী সংগ্রহ সম্পন্ন করতে হবে;

৪। ১৮.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে চাল সংগ্রহের জন্য মিলারদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরপরই মিলারদের অনুকূলে চুক্তিকৃত পরিমাণ চালের বরাদ্দপত্র ইস্যুকরত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুলিপি প্রদানপূর্বক স্ব স্ব জেলার ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করতে হবে;

৫। চুক্তিযোগ্য যেসকল মিল মালিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করবেন না অথবা চুক্তি সম্পাদন করে কোনো চাল সরবরাহ করবেন না এমন মিল মালিকদের বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০২২ এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৬। গত আমন সংগ্রহ, ২০২২-২৩ মৌসুমে যে সকল মিল চুক্তিযোগ্য ছিল কিন্তু চুক্তি করেনি সেসকল মিল চলতি বোরো, ২০২৩ মৌসুমে চুক্তি থেকে বারিত থাকবে;

৭। ধান, চাল ও গম সংগ্রহ কার্যক্রম যুগপৎভাবে বাস্তবায়ন ও ত্বরান্বিত করতে হবে;

৮। মাঠ পর্যায়ে চাল সরবরাহে ব্যর্থ মিলমালিকদের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তার অনুলিপি সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রেরণ করতে হবে;

৯। বিনির্দেশসম্মত ধান, চাল ও গম সংগ্রহের জন্য অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুসারে ২০২৩ সালে উৎপাদিত বোরো ধান ও চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। এর ব্যত্যয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১০। হাস্কিং মিলারদের ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত চাল সর্টিং করে সংগ্রহ করতে হবে;

১১। খাদ্য গুদামসমূহে কৃষকবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষক যেন কোনোক্রমেই হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;

১২। গুদামে স্থান সংকুলান না হলে চলাচলসূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুসারে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে বিধিমোতাবেক স্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চলাচল সূচি জারি করবেন;

১৩। কোন কেন্দ্রে খালি বস্তার স্বল্পতা দেখা দিলে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমন্বয়পূর্বক বস্তা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

১৪। সংগৃহীত চালের প্রতিটি বস্তায় সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেনসিল প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

১৫। সংগ্রহ ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সর্বদা সর্বোচ্চ তৎপর ও সতর্ক থাকবেন;

১৬। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের শুরু থেকেই চাল ও গমের প্রতিটি খামাল ১৩০-১৩৫ মে.টন এবং ধানের ক্ষেত্রে ৮৫-৯০ মে.টন করে গঠন করতে হবে; এক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে খামালসমূহ পরিচর্যা ও রুটিন মাফিক স্প্রে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

১৭। প্রতিদিন বিকেল ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের তথ্য ই-মেইলে খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৮। জাতীয়ভাবে ০৭.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখে একযোগে সারাদেশে ৮ বিভাগে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন করায় স্থানীয়ভাবে পুনরায় কোনো আনুষ্ঠানিকতার অজুহাতে কোনোক্রমেই সংগ্রহ কার্যক্রম বিলম্বিত করা যাবে না;

১৯। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০২.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখের ৭১ নম্বর স্মারক ও ০৩.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখের ৭৩ নম্বর স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক জিংকসমৃদ্ধ ধান ও চাল সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত জিংকসমৃদ্ধ ধান ও চাল পৃথকভাবে খামাল গঠন করতে হবে।

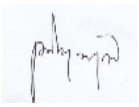

৯-৫-২০২৩
মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি

সচিব
ফোন: +৮৮০২৫৫১০০০৮৮
ফ্যাক্স: +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮
ইমেইল: secretary@mofood.gov.bd

বিতরণ:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর
৪) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৫) অতিরিক্ত সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালক (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৭) জেলা প্রশাসক (সকল)
৮) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৯) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫৬১.২৩.১১০

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪৩০
১১ মে ২০২৩

অবগতি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

১১-৫-২০২৩
রেজা মোহাম্মদ মহসিন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোন: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮
ইমেইল: dproc@dgfood.gov.bd

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫৬১.২৩.১১০/১(১৩)

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪৩০
১১ মে ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
৩) পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

৪) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য

৫) উপসচিব, অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৬) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো

৭) মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য

১১-৫-২০২৩
রেজা মোহাম্মদ মহসিন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)